তারিখ 30-OCT 1990
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিরতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে

১৯৯০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। বিশেষ করে কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার সর্বনিম্নে। এর প্রধান দু'টি কারণ হলো (ক) প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া (খ) পরীক্ষা চলাকালে বিরতি না থাকা। আমরা দু'টি বছর ভাল রকম পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিতে যাই এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথম সেটেই এসে যায়। কিন্তু অনেক সময় প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। ফলে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায় এবং অন্য এক সেট প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়, যাতে খুব কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে। এর ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ভাল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ভাল ফলাফল করতে পারে না।

এবারের পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান ২য় পত্রে কোন বিরতি ছিল, না। কিন্তু বইটিতে রয়েছে ত্রিশটি অধ্যায়। এই ত্রিশটি অধ্যায় কি এক দিনে পড়া সম্ভব?

এজন্য এ বিষয়ে বিরতি না দেয়ায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা খারাপ হয়েছে, যার ফলে ফলাফলও খারাপ হয়েছে।

বাংলা ১ম ও ২য় পত্র এবং ইংরেজী ১ম ও ২য় পত্র এক দিনে নেয়া হয়। এতে পরীক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ পড়ে। অনেক পরীক্ষার্থীরই ১ম পত্র দেয়ার পর ২য় পত্র পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি থাকে না। তাই ২য় পত্র পরীক্ষা খারাপ হয় এবং ফলাফলও স্বাভাবিকভাবে খারাপ হয়।

এ সমস্যার সমাধান হলে আমার মনে হয়, অনেক পরীক্ষার্থীই এতে উপকৃত হবে।

—সৈয়দ মুর্শেদ আলী